E- CONTENT / STUDY MATERIALS

1) Department - HISTORY

2) HONOURS/PASS - HONS

3) SEMESTER - 4th

4) PAPER - COURSE-X

5) TEACHER - PARTHA BANERJEE

COURSE-X (E-CONTENT)

PAPER- RISE OF MODERN EUROPE

UNIT - 1 (ONE) - HISTORIOGRAPHY - STUDIES IN THE WRITINGS OF ALFRED COBBAN, LEFEBVRE, ERIC HOBSBAWM, E.P THOMPSON DAVID THOMSON AND A.J.P TAYLOR.

উক্ত ইউনিটটি পাঠ করলে জানা যাবে – (synopsis)

1) ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেনী ও গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকদের মধ্যে সুদীর্ঘ কাল ধরে চলে আসা বিতর্ক বা ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসচর্চা।

2) পরিচিত হওয়া যাবে আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস বিষয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ গবেষনা করে এবং বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে পথিকৃত হয়ে আছেন এরকমের বেশকিছু ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের সম্বন্ধে। যাদের মধ্যে রয়েছেন আলফ্রেড কোবান, লেফেভর, এরিক হবসবম, ই. পি থমসন, ডেভিড থমসন এবং এ.জে.পি টেলর।

HISTORIOGRAPHY OF ~~THE~~ THE FRENCH REVOLUTION -

ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কিত ইতিহাসচর্চা :-

ফরাসী বিপ্লব ইউরোপ তথা বিশ্বের ইতিহাসে এমন একটি ঘটনা যার বৃহত্তর ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। এই বিপ্লবপ্রসূত ধ্যান ধারনা ও আদর্শগুলি শুধুমাত্র ফরাসী সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতিকেই নয় ইউরোপ তথা বিশ্বের রাষ্ট্র কাঠামোতেও ব্যাপকতর

ও গভীর পরিবর্তন এনেছিল। শুধুমাত্র তাৎপর্যগত গভীরতার জন্যে ফরাসী বিপ্লব প্রায় কয়েকশত ইতিহাসবিদগনের আগ্রহ ও গবেষনার বিষয়বস্তুতে পরিনত হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের বেশ কিছু পর্যায় ও ঘটনা নিয়ে গবেষনা, অধ্যয়ন ও চর্চা বেশী পরিমানে হয়েছে এবং তার ব্যাখ্যা ও ঐতিহাসিকরা করেছেন পৃথক পৃথক ভাবে। ফলস্বরূপ বলা যায় ফরাসী-বিপ্লবের ঐতিহাসিকতা তথা ইতিহাসচর্চা ভীষন জটিল এবং এতে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী বা চিন্তাভাবনা বা 'school of thought' রয়েছে। ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে আগ্রহী ছাত্র, গবেষক এবং শিক্ষক প্রত্যেকেই বিপ্লব সম্পর্কে ঐতিহাসিকগনের মধ্যে বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর দরুন বিপ্লবকে বোঝার ক্ষেত্রে অনেকগুলি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। এই প্রবন্ধে ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা তথা বিপ্লবের ইতিহাসচর্চার উপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে। এটি ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গী বা সংক্ষিপ্তসার যেখানে দেখানো হবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকেরা ফরাসী বিপ্লবে সংগঠিত বিভিন্ন আন্দোলনের পর্যায়গুলিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সময়ে সময়ে সেই ব্যাখ্যাতে কিকি পরিবর্তন হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে সুবিস্তৃত ও সুদীর্ঘ ও কঠোর আলোচনাকে এখানে পরিহার করা হবে বিষয়ের সরলীকরনের জন্যে।

ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যা : INTERPRETATION OF THE FRENCH REVOLUTION AMONG THE CONTEMPORARY HISTORIAN :

Edmund Burke :

ফরাসী বিপ্লবের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ন আলোচনা পাওয়া যায় বিখ্যাত সমসাময়িক ঐতিহাসিক দের মধ্যে অ্যাংলো-আইরিশ রাজনীতিবিদ এবং দার্শনিক এডমন্ড বার্ক এর লেখা থেকে। 1790 সালে বার্ক 'Reflections on the Revolution in France' এই শিরোনামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন যেখানে বার্ক ফ্রান্সে বিপ্লবের অগ্রগতির সমালোচনা করেন। তাঁর মতে ফরাসী বিপ্লব নতুন ধ্বংসাত্মক এবং ব্যর্থ যেখানে সবাই আশা করেছিল যে এই বিপ্লব স্বৈরশাসন ও হিংস্রতার অবসান ঘটাবে। বার্ক রক্ষণশীল ছিলেন

যিনি বিশ্বাস করতেন যে কোন রাজনৈতিক পরিবর্তন হওয়া উচিত [illegible] সতর্ক, বিবেচিত এবং সুপরিকল্পিত। বার্ক এটাও মনে করতেন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ধীর গতিতে পরিবর্তন ও বিবর্তন আসা উচিত। এরজন্যে বার্ক যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নরমপন্থী এবং সতর্ক সংস্কার এর পক্ষপাতী ছিলেন তাঁর ধারনা ছিল এর ফলে রাষ্ট্র ও সমাজের ভিত্তি দুর্বল হবে না।

'Reflections on the Revolution in France' এ বার্ক দাবী করেন যে ফরাসী বিপ্লবের গতি উৎকৃষ্ট র‍্যাডিকাল এবং উচ্চাভিলাষী ছিল এবং এই বিপ্লব এমনসব পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল যাকে টিকিয়ে রাখা যায়নি এবং সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণও করা যায় নি। বার্কের দৃষ্টিতে এই বিপ্লবের বিকাশ সর্বদা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না বরং এটি ছিল বিক্ষিপ্ত, এবং এই বিপ্লবে যোগ্য নেতৃত্বের সর্বদা অভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল সর্বোপরি বিপ্লবের সর্বক্ষেত্রে সুষ্ঠ পরিকল্পনার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল এমনকি এই বিপ্লবের উদ্ভবও কোন যুক্তিসম্মত আদর্শ থেকে হয়নি, তাই এটি শেষ পর্যন্ত নৈরাজ্যে পর্যবসিত হয়েছিল।

Thomas Paine :—

ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে টমাস পেইন এর রচনা হতে বিশেষ কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। জন্মসূত্রে ব্রিটিশ টমাস পেন 1774 খ্রী: উত্তর আমেরিকার পেনসিলভেনিয়ায় চলে এসেছিলেন যেখানে তিনি একজন রাজনৈতিক সংবাদ প্রতিবেদক এবং পরবর্তী কালে একজন বিপ্লবী হয়েছিলেন। আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধে পেইন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন মূলত কিছু শক্তিশালী প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে যার মাধ্যমে বৈপ্লবিক আদর্শ ছড়িয়ে পড়েছিল। 1776 সালে রচিত প্রবন্ধ 'Common Sense' এর মাধ্যমে পেইন

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

প্রজাতন্ত্রবাদ, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার এবং আমেরিকার স্বাধীনতার স্বপক্ষে তাঁর মতামত সরল ও জোরালো ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন, Emmanuel Sieyes রচিত 'What is the Third Estate' পুস্তিকাটি বিপ্লবকালীন ফ্রান্সে যে প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল পেইন রচিত 'Common Sense' প্রবন্ধটিও আমেরিকায় অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল,

এডমন্ড বার্কের সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শের মানুষ টমাস পেইন ছিলেন একজন উগ্রপন্থী রাজনৈতিক যিনি প্রজাতন্ত্রবাদ এবং বিশ্বজনীন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। শুধু ফরাসী বিপ্লবের সমালোচক ছিলেন না বরং তিনি ফরাসী বিপ্লবকে সমর্থন করতেন, তাই স্বভাবতই 'Reflections on the Revolution in France' প্রবন্ধে প্রকাশিত দার্শনিক এডমন্ড বার্ক এর বক্তব্যের তিনি বিরোধিতা করেছিলেন ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও ব্যাখ্যার দ্বারা। পেইন রচিত গ্রন্থ 'Rights of Man' 1791 এবং 1792 খ্রীষ্টাব্দে দুইটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে পেইন যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে 1789 খ্রী: এর পূর্বে ফ্রান্স স্বৈরাচারী শাসন অভিজাততন্ত্রের অত্যাচারে নিষ্পেষিত ছিল। ফ্রান্স সমাজের সর্বত্র ছিল অসাম্য ও বৈষম্য, ফরাসী রাষ্ট্র ছিল যুদ্ধে আসক্ত যে ফরাসী রাষ্ট্র সাধারন মানুষের প্রতি ভয়ঙ্কর অবজ্ঞা প্রকাশ করে তাদেরকে দমিয়ে রেখেছিল। পেইন এর মতে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র প্রতিকার ছিল শক্তিসমর্থ বৈপ্লবিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা নতুন করে সরকার ও সমাজ গঠনের লক্ষ্যে।

19th Century Historian :- উনবিংশ শতকের ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিতে ফরাসী বিপ্লব। :-

Thomas Carlyle :-

উনবিংশ শতকে সর্বাধিক পরিচিত ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ছিলেন Thomas Carlyle যিনি ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছিলেন। স্কটল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করা এই ব্যক্তি ছিলেন একজন গণিত এর শিক্ষক যিনি পরবর্তী কালে দর্শন ও ইতিহাস এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

1815 খ্রী: বুর্বোঁ রাজতন্ত্র পুনরায় ক্ষমতায় ফিরলে কার্লাইল ফরাসী বিপ্লব-বিষয়ে কলম ধরেন। কার্লাইল রচিত গ্রন্থ "The French Revolution: A History" 1837 খ্রী: প্রকাশিত হয়। কার্লাইল-রচিত গ্রন্থে ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে নুতনতর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যা ছিল বিপ্লবের সম্পর্কে লেখা পূর্ববর্তী ইতিহাস গ্রন্থগুলির থেকে ভিন্ন ও নরম সুরে লেখা, বিপ্লব সম্পর্কে কার্লাইল এর বর্ণনা ছিল বর্ণময় এবং নাটকীয়, কাব্যিক, এবং রূপক দ্বারা পরিপূর্ণ। বিপ্লবের সহিংস চরিত্রের রূপায়নে এবং বিপ্লবী প্রতিপক্ষদের সম্পর্কে নিজস্ব মতামত ও রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে কার্লাইল কখনই দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেননা। রাজনৈতিকভাবে কার্লাইল 1789-91 খ্রী: ঘটনাবলীকে সত্যিকারের বিপ্লব হিসাবে দেখেছেন। তার মতে ফরাসী রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র ছিল অযোগ্য এবং দুর্নীতিগ্রস্থ এবং তার উপযুক্ত জবাবই বিপ্লব অনেককে দিয়েছিল। ফরাসী বিপ্লব ক্রান্তিকালের পর্বে প্রবেশ করেছিল সেই সন্ত্রাসের শাসনপর্বে যে পর্বের সভাপতিত্ব করেছিলেন রোবসপিয়র যিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্মম এবং মানবতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী। রোবসপিয়র এর চরিত্র চিত্রনে কার্লাইল কঠোর ভাষার প্রয়োগ করেছিলেন তাঁর মতে রোবসপিয়র ছিলেন মানবতার শত্রু। কার্লাইল রচিত ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস বেশ কিছু ঐতিহাসিক ও সাধারণ পাঠকদের কাছে ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছিল অনেকেই এটা মনে করেন যে কার্লাইল ইতিহাস এর সাথে রোমান্টিক সাহিত্যের মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন।

Francois Mignet :- কার্লাইল এর সমসাময়িক ছিলেন ফরাসী ইতিহাসবিদ Francois Mignet যিনি বুর্জোয়া উদারনীতিবাদ এর আবহে বড় হয়েছিলেন। Mignet প্রথম জীবনে একজন আইন ব্যবসায়ী ছিলেন যিনি পরবর্তী কালে ইতিহাস এর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ফরাসী বিপ্লব বিষয়ে ইতিহাসচর্চা শুরু করেন। 1924 সালে প্রকাশিত "Histoire de la Revolution Francaise" (History of the French Revolution) গ্রন্থে Mignet

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

এই বিপ্লবীদের সম্পর্কে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। Mignet এর মতে ফরাসী বিপ্লবে বুর্জোয়ারা ছিল মধ্যবর্গের বিপ্লবী এবং বীর যোদ্ধা 1789 খ্রী: এদের বিদ্রোহ ছিল ফ্রান্সের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি স্ফীত অভিযোজন এবং একটি অনিবার্য বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া। জাতীয় সভার অধিবেশন থেকে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ এর কার্যকলাপ এর মূল্যায়নে Mignet বুর্জোয়া বিপ্লবীদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তাদের ত্রুটি ও দুর্বলতার বিষয়গুলি সর্বদাই Mignet এর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। ফরাসী বিপ্লব, পরবর্তী সময়কালে যখন উগ্র হয়ে উঠেছিল মূলত সন্ত্রাসের শাসনকালে, সেই পর্যায়ের বর্ণনা Mignet খুবই হাল্কাভাবে দিয়েছেন আসলে Mignet মনে করতেন উগ্রবাদী কার্যকলাপ এর দ্বারা কোন বিপ্লবের মূল্যায়ন করা উচিত নয়। রাস্তার মধ্যে জনতার হিংসাত্মক কার্যকলাপ এমনকি গিলোটিন যন্ত্রের দ্বারা সংগঠিত হত্যাকাণ্ডের দ্বারা ও বিপ্লবকে বিচার করা উচিত নয় বলে Mignet অভিমত দিয়েছিলেন, কার্লাইল যেখানে Sans culottes দের রক্তপিপাসার নিন্দা করেছিলেন Mignet সেখানে 1793-94 খ্রী: সংগঠিত রক্তাক্ত হিংসাত্মক কার্যকলাপে সহিংস মানুষদের ভূমিকার থেকে তৎকালীন কঠিন পরিস্থিতিকে দায়ী করেছিলেন।

Jules Michelet :-

উনবিংশ শতকের আরেকজন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ছিলেন Jules Michelet। তাঁর পিতা ছিলেন প্যারিস শহরের একজন দরিদ্র উদ্যমী প্রকাশক যিনি তার পুত্রের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্যে যথেষ্ট অর্থের সঞ্চয় রেখে গিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ শেষ করে Michelet Sainte-Barbe College এ অধ্যাপক এর পদ লাভ করেন। 1830 খ্রী: এর পূর্বে Michelet এর খুব উল্লেখযোগ্য কোন ঐতিহাসিক লেখালেখি মেলে না জীবনের শেষার্ধে তিনি 1844 খ্রী: 'The History of France' এবং History of French Revolution (1847 খ্রী:) সহ বহু তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। আদর্শগতভাবে Michelet ছিলেন উদার, প্রজাতন্ত্রের সমর্থক এবং সামাজিকভাবে প্রগতিশীল।

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

ফরাসী বিপ্লবকে Michelet একটি প্রয়োজনীয় ঘটনা হিসাবে দেখেছিলেন। যা ছিল বুদ্ধিবিভাষার আলোকে উন্নততর সরকার তথা রাষ্ট্রব্যবস্থা ও উন্নত সমাজে প্রবেশ করার পদক্ষেপ। Michelet, Mignet এর তুলনায় বেশি পরিমাণে গণতান্ত্রিক ভাবধারা সম্পন্ন ছিলেন। ফরাসী জনগণের প্রতি এমনকি জ্যাকোবিনদের প্রতি ও Michelet এর গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল কারণ এদের উদ্দেশ্য ভাল ছিল এবং এরাই ফরাসী প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিল,

Michelet এর উগ্র উদারবাদী মনোভাব তীব্র বিতর্কিত ও ছিল। 1851 খ্রী: College de Paris এ দেওয়া তার বক্তৃতাগুলি এবং তার বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে অভিযোগ ও আপত্তি ওঠে তা স্থগিত করা হয়েছিল। এবং খুব শীঘ্রই Michelet কলেজ থেকে বরখাস্ত হয়ে অবসর গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন।

ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের বিবরণ:- Interpretation of the French Revolution by the contemporary Novelists:-

Charles Dickens:- ইংরেজ লেখক Charles Dickens ছিলেন একজন 'Fiction writer' তিনি কোনভাবেই ঐতিহাসিকদের সমগোত্রীয় ছিলেন না। এখানে তাঁর নাম উল্লেখ করা হল সচেতন ভাবেই কারণ তাঁর রচিত একটি গ্রন্থ ব্রিটেনে এ ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। 1859 খ্রী: তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ 'A Tale of Two Cities' ছিল একটি নির্মম হাস্যরসহীন ঐতিহাসিক উপন্যাস, এতে বিপ্লবী ফ্রান্সের কাল্পনিক বর্ণনা রয়েছে যার সাথে আঠারো শতকের শেষের দিকে লন্ডন শহরের তুলনা টানা হয়েছে। ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে

তথ্য সংগ্রহের জন্যে charles Dikens কার্লাইল রচিত The French Revolution: A History গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছিলেন শুধু তাই নয় charles Dikens পরবর্তীকালে স্বীকারও করেছিলেন যে তিনি শুধু ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে জানার প্রস্তুতি হিসাবে কার্লাইল রচিত গ্রন্থটি পাঁচশত বার পাঠ করেছিলেন।

A Tale of Two Cities গ্রন্থের শুরুতে ছিল সেই বিখ্যাত লাইনটি "It was the best of times, it was the worst of times" বলা বাহুল্য উক্ত লাইনটির দ্বারা বিপ্লবী ফ্রান্সের একটি সুন্দর চিত্র Dikens ফুটিয়ে তুলেছিলেন। প্রাচীন শাসনব্যবস্থা ও বিপ্লবী ফ্রান্সের বর্ণনার ক্ষেত্রে Dikens এর মতামত ছিল ফরাসী বিপ্লব হল ফরাসী অভিজাততন্ত্রের বিশেষ অধিকার, সুযোগ সুবিধা গ্রহন ও শোষনের বিরুদ্ধে এক অনিবার্য পরিনতি। যদিও ফরাসী বিপ্লব শীঘ্রই অরাজকতা ও নৈরাজ্য ডেকে আনে বিপ্লবের নিয়ন্ত্রণ অসমতলে যায় উন্মত্ত জনতার হাতে শুরু হয় রাষ্ট্র অনুমোদিত হিংসাত্মক কার্যকলাপ।

Emma Orezy and Baroness Orezy :—

Emma Orezy ছিলেন আরেকজন উপন্যাসিক যিনি ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে জনগনের ধারনা ও মতামতকে প্রভাবিত করেছিলেন, Baroness Orezy ছিলেন একজন হাঙ্গেরীয় অভিজাত যিনি পরবর্তীকালে লন্ডনে আশ্রয়গ্রহন করেন এবং 1894 খ্রী: একজন ইংরাজ ব্রিটিশ যুবককে বিবাহ করেন, অর্থের অভাবে তিনি কিছু উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখতে শুরু করেন মোটামুটি বিশ শতক নাগাদ। এর মধ্যে সবথেকে সফল সাহিত্যকীর্তি ছিল 'The Scarlet Pimpernel' যেটি 1903 খ্রী: একটি উপন্যাস এবং নাটক উভয়ভাবেই প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত গ্রন্থটিতে ছিল একটি দু:সাহসিক কাহিনী যেখানে কাহিনীর মূল চরিত্র এক ইংরেজ

যুবক সম্রাটের শাসনকালে ফ্রান্স থেকে বিপদগ্রস্থ অভিজাতদের উদ্ধার করেছিল। উদ্ধারকার্য গুলিকে চিত্রিত করা হয়েছিল অতিরিক্ত চালাকির ছদ্মবেশ, তরোয়াল এর জাদুবিদ্যা এবং অনন্য সাহসী কীর্তিকাহিনীর দ্বারা। Orczy তার শ্রেণী চরিত্রের উপর ভিত্তি করে ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর উপন্যাসে অঙ্কিত সম্ভ্রান্ত অভিজাত চরিত্রগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শালীন, উদার, আলোকিত এবং অসহায় যারা খারাপ পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে বিপ্লবীরা ছিল স্টিরিওটাইপ চরিত্রের শ্রমজীবি মানুষ যারা ছিলেন মোটা ও দুষ্কার্য রক্তপিপাসু যাদের কে সহজেই বোকা বানানো যায়।

The Marxists View - মার্কসবাদী মতবাদ

মোটামুটি বিংশ শতক জুড়ে মার্কসবাদী ব্যাখ্যা ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাসচর্চাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা ফরাসী বিপ্লবকে একটি বুর্জোয়া বিপ্লব আখ্যা দিয়েছিলেন। তাদের অভিমত ছিল বুর্জোয়াদের এই অভ্যুত্থান ছিল অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে এক শ্রেণী সংগ্রাম। যা ফরাসী রাষ্ট্রের উত্তরণ ঘটিয়েছিল সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদী কাঠামোতে। উদীয়মান ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী ফরাসী সরকার ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নিজেদের কর্তৃত্বে আনতে চেয়েছিল যাতে তারা নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থে যে কোন অর্থনৈতিক সংস্কারকে কার্যকরী করতে পারে। বুর্জোয়ারা একটি উদারনৈতিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছিল যেখানে ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষিত হবে কিন্তু এই অধিকার গুলি তারা শ্রমজীবি শ্রেণীর মানুষদের সাথে ভাগ করে ভোগ করতে রাজী ছিলনা। তাই ফরাসী সংবিধান সভায় নির্বাচিত বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিরা যে ধরনের সংস্কার নীতিকে কার্যকরী রূপদান করেছিল তার সবই ছিল পুঁজিপতি শ্রেণীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Georges Lefevre :-

বিংশ শতকের সর্বাধিক প্রখ্যাত মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ছিলেন Georges Lefebvre. যিনি ফরাসী বিপ্লবকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছিলেন এর মধ্যে প্রত্যেকটি পর্যায় ছিল পৃথক পৃথক শ্রেনীর পৃথক শ্রেনী চাহিদার দ্বারা পরিচালিত। এই পর্যায়গুলি নিম্নরূপ :-

1) অভিজাত বিপ্লব (1787-88) - এই পর্যায়ে ফরাসী অভিজাতরা ফরাসী রাজতন্ত্রের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ফরাসী সম্রাটকে স্টেটস জেনারেল এর অধিবেশন ডাকতে বাধ্য করেছিল।

2) বুর্জোয়া বিপ্লব (1789) - এই পর্যায়ে ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেনীর প্রতিনিধিরা স্টেটস জেনারেল এর অধিবেশন জাতীয় সভায় পরিনত হলে সেখানে তৃতীয় শ্রেনীর মানুষদের পৃথক পৃথক প্রতিনিধিত্বের দাবী জানিয়েছিল।

3) শহুরে বিপ্লব (1789) - এই পর্যায়ে ফরাসী শ্রমজীবি শ্রেনীর মানুষেরা তাদের অর্থনৈতিক দাবী দাওয়ার স্বার্থে প্যারিসের রাস্তায় অবরোধ শুরু করেছিল।

4) কৃষক বিদ্রোহ (1789) - এই পর্যায়ে ফরাসী কৃষকেরা তাদের অর্থনৈতিক দুরাবস্থা ও সামন্ততান্ত্রিক করভারে নিষ্পেষিত হয়ে মহা আতঙ্ক (Great Fear) জনিত ভয়ে বিদ্রোহে নেমেছিল।

লেফেভর এবং তাঁর অনুগামী মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসচর্চায় 'History from Below' বা তল থেকে ইতিহাসকে দেখার তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। লেফেভর এর বেশিরভাগ গবেষণাই ছিল সাধারন মানুষদের নিয়ে, বিশেষ করে বিপ্লবী কার্যক্রমে কৃষকদের অংশগ্রহন এবং বিপ্লবী আদর্শগুলির ডাকে তারা কিভাবে সাড়া দিয়েছিল তা লেফেভর তাঁর গবেষনায় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাই মৃত্যুর আগে পর্যন্ত লেফেভর পৃথিবীর

সেরা-শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ ছিলেন ফরাসী বিপ্লব বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে।

Albert Soboul :-

ফরাসী বিপ্লবসম্পর্কে লেফেভরের এর ব্যাখ্যার প্রতিধ্বনি শোনা যায় তাঁর প্রিয় ছাত্র এবং বন্ধু Albert Soboul এর গবেষণায়, আলজেরিয়ায় জন্ম গ্রহন করা এবং ফ্রান্সের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয় এ শিক্ষা গ্রহন করা প্রখ্যাতযশা এই শিক্ষাবিদ ফরাসী বিপ্লবকে বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক শ্রেনীর সংগ্রামের ফসল হিসাবেই দেখেছিলেন। Soboul তাঁর পেশাগত জীবনের বেশিরভাগটাই কাটিয়েছিলেন নিম্নবর্গীয় মানুষের আন্দোলন নিয়ে ইতিহাসচর্চা করে, বিশেষ করে Sansculottes দের সম্পর্কে গবেষণা করে Soboul পি.এইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ঐ একই বিষয়ের উপর বিভিন্ন গ্রন্থরচনা করেন। তাঁর গবেষণাই বিপ্লবে Sansculottes শ্রেনীর গুরুত্বপূর্ন ভূমিকাকে সর্বসমক্ষে নিয়ে আসে ঠিক যেমন লেফেভরে এর গবেষণা ফরাসী কৃষকদের বিপ্লবে ভূমিকাকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছিল। Soboul Sansculottes দের একটি শ্রেনী হিসাবে দেখেননি তাঁর মতে Sansculottes রা ছিল কারিগর, শ্রমিক, এবং ক্ষুদ্র বুর্জোয়া শ্রেনীর একটি জোট যারা তাদের মধ্যে নানা মতভেদ ও আভ্যন্তরীন উত্তেজনা সত্ত্বেও অভিজাত এবং ধনীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। তবে Montagnards এবং Sansculottes গন উভয়েই তাদের শ্রেনীস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। Sansculottes দের দাবী ছিল ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রন, মজুতকারী ও ফাটকাবাজদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন এবং দুর্নীতিহীন ন্যায়ব্যবস্থার প্রবর্তন ইত্যাদি পাশাপাশি জিরন্ডিনরা যারা বুর্জোয়া শ্রেনীর প্রতিনিধিত্ব করত তারা চেয়েছিল মুক্ত-বাজার নির্ভর আর্থিক নীতির প্রবর্তন করতে। যার ফলে

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

এটা ধরা যেতে পারে জিরন্ডিন বা এম. Sansculottes দের দাবীগুলি ছিল সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যের বিপরীত। অন্যান্য মার্কসবাদী লেখকদের মত Soboul এর ধারনা ছিল যুদ্ধ ও ওখানকার অর্থনৈতিক দুরাবস্থার তীব্র প্রতিক্রিয়া ছিল সন্ত্রাসের শাসন। যদি পরবর্তীকালে রোবসপিয়েরের স্বেচ্ছাচারি ও সন্ত্রাসের শাসনের পরিসমাপ্তির সূত্র ধরেই বুর্জোয়ারা পুনরায় রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনর্দখল করে।

Revisionists Historiography
সংশোধনবাদী ব্যাখ্যা :

Alfred Cobban :

বিংশ শতাব্দীতে ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে যে মার্কসবাদী ব্যাখ্যা খুব বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল তা অভ্রান্ত ছিল না বরং সংশোধনবাদী ঐতিহাসিক গোঁড়া মার্কসবাদী ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেছিলেন যা বিপ্লবের ইতিহাসচর্চার আয়তনকে দীর্ঘায়িত করেছিল। সংশোধনবাদীদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিল Alfred Cobban যিনি ছিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষিত একজন ইংরেজ অধ্যাপক যিনি 30 বছরের ও বেশি সময় ধরে লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে ফরাসী ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। ঐতিহাসিক হিসাবে, কোবান বিপ্লবকে বোঝার ক্ষেত্রে তাঁর সাধারন জ্ঞান ও অনুমান এর উপর নির্ভর করেছিলেন তার ব্যাখ্যা মার্কসীয় শ্রেনী-স্বার্থ ও শ্রেনী সংগ্রাম ভিত্তিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী হতে মুক্ত ছিল। তিনি 1779 খ্রী: পরবর্তী ঘটনাগুলিকে রাজনৈতিক বিপ্লব হিসাবেই দেখেছিলেন যার সাথে সামাজিক পরিবর্তনের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল। অবশ্য মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা যেমন এই বিপ্লবের পশ্চাতে মুক্ত অর্থনীতি ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন আলফ্রেড কোবান অবশ্য তার উপর বিশেষ জোর দেননি। কারন কোবান এর মতে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ফ্রান্স এর দ্রুত উত্থান ঘটেছিল পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে কারন বহু তৃতীয় এস্টেট এর ডেপুটিরা ও 1789 খ্রী: বহু আগেই পুঁজিবাদী উদ্যোগকে দ্রুত স্বাগত জানিয়ে ধনী হয়ে উঠেছিল।

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

কোবান এর মতে নতুন শাসনব্যবস্থার উদারবাদী অর্থনৈতিক নীতির অভাবে ফলে 1790 এর দশকে ফরাসী পুঁজিবাদ উন্নতির পরিবর্তে স্থবির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোবানের অভিমতকে সমর্থন করেছিলেন মার্কিন ঐতিহাসিক George V. Taylor তাঁর মতে ফরাসী সমাজে বহু অভিজাত শ্রেনীর মানুষই ছিলেন প্রাচীনপন্থী পুঁজিবাদী আবার বহু বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীও বিপ্লবীরা ও অনেকক্ষেত্রে খুব কমমাত্রায় পুঁজিবাদী ছিলেন।

Francois Furet :- ফ্রান্সে সর্বাধিক পরিচিত সংশোধনবাদী ঐতিহাসিক ছিলেন Francois Furet. Furet এর জন্ম ফ্রান্সে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় Furet একজন সক্রিয় কমিউনিস্ট হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন পরবর্তীকালে অবশ্য বি.শ শতকের শেষার্ধে তিনি কমিউনিজম এর সঙ্গ ত্যাগ করেন। 1965 সালে ফুরে তাঁর স্ত্রীর ভ্রাতা Denis Richet এর সাথে একযোগে ফরাসী বিপ্লব নিয়ে তার তাৎপর্যবাহী গবেষনাগ্রন্থ 'La Revolution Francaise' প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি মার্কসবাদী ব্যাখ্যা থেকে দূরে সরে গিয়ে Alexis de Tocqueville এর মত উদারপন্থীদের সাথে একত্রিত অবস্থান থেকে ফরাসী বিপ্লবকে পরীক্ষা করে দেখেছে।

ফুরে এর মতে ফরাসী বিপ্লব উদার - গনতান্ত্রিক আদর্শের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে শুরু হলেও 1792 সালে বিপ্লব এই পথ থেকে সরে যায়, এই পদস্খলনকে বোঝাতে ফুরে 'derapage' নামক ফরাসী শব্দ ব্যবহার করেছিলেন যার অর্থ ছিল পিছলে যাওয়া বা slide করে যাওয়া, যেহেতু বিপ্লবীদের কোন সুউচ্চ নেতা ছিলনা বা বিপ্লবীদের মধ্যে কোন ঐক্যমত ছিলনা তাইই বিপ্লব হয়ে দাঁড়িয়েছিল কতগুলি পর্যায়ক্রমিক অপ্রত্যাশিত ঘটনার সমষ্টি বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি, শ্রেনীগত উত্তেজনা এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ধারাবাহিক পর্যায়। 1792 - 93 সময় পর্বের উত্তেজনা ও আঘাত ফলে

বিপ্লবে অনেকে দেখেছেন যার ফলে ফরাসী বিপ্লব পরিনত হয় সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের ভিত্তিভূমিতে। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা যেখানে সন্ত্রাসের শাসনকে যুক্তিযুক্ত বলে প্রমান করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন এফ. ফুরেট দিয়েছিলেন আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক প্রতিরোধ মোকাবিলার একমাত্র পথ ছিল সন্ত্রাস, সেখানে ফুরেট এর যুক্তি ছিল বিপ্লবী কার্যক্রমের প্রাথমিক দিনগুলি থেকেই 'সন্ত্রাস' অন্তর্নিহিত ছিল। জ্যাকোবিন ও স্যাঁকুলোৎদের ক্ষমতা প্রদর্শন এর দিনগুলি থেকে (1793-94) সহিংস জনতার অভ্যুত্থান তথা হিংসা প্রদর্শন এমসময় পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার মধ্যে সন্ত্রাস অন্তর্নিহিতভাবে যুক্ত ছিল।

Narrative revival of the French Revolution :—
ফরাসী বিপ্লবের আখ্যান পুনরুজ্জীবন :—

Simon Sehama :— 1989 সালে ফরাসী বিপ্লবের দুইশত বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে এক নতুন আখ্যানমূলক ব্যাখ্যার তরঙ্গ ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসচর্চাকে আরো ব্যাপকতর গভীর করে তুলেছে। এইধরনের আখ্যান মূলক ব্যাখ্যার সর্বাধিক সফলতম বর্ণনা মেলে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক Simon Sehama রচিত গ্রন্থ 'Citizens' এ। এই গ্রন্থটি একটি সাধারন পাঠ্য পুস্তক ছিল কোন অ্যাকাডেমিক গবেষনামূলক পুস্তক ছিল না 'Citizens' গ্রন্থটি যুক্তিপূর্ন কারন এটি আখ্যানমূলক ইতিহাসচর্চাকে কেন্দ্রে নিয়ে আসে যা বর্ণনা, নাটক ও আবেগে পরিপূর্ন হলেও তত্ত্ব ও নিবিড় বিশ্লেষণের উপর আলোকপাত করে রচিত।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে Sehama এর দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যাখ্যা অন্যান্য ঐতিহাসিকদের তুলনায় পৃথক ছিল। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে Sehama ছিলেন উদার এবং বিপ্লব সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী এডমন্ড বার্ক এবং আলেক্সিস ডি তকভিল এর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তিত রূপ।

তার মতে ফরাসী বিপ্লব শুরু হয়েছিল কিন্তু মিথ্যা প্রচার কার্যের ঘটনার মাধ্যমে যদিও 1789 খ্রী: বিপ্লবের উদ্দেশ্য যথেষ্ট সমালোচনামূলক ছিল তবে এই ছিল খুবই অগোছালো, নেতৃত্বহীন এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন আনার জন্য ব্যাপকভাবে হিংসার উপর নির্ভরশীল।

'citizens' গ্রন্থটি এবং রাজা ঘোষণা এই, অভিজাত ও রাজনৈতিক ভাবে রক্ষণশীলদের প্রতি একটু বেশিই সহানুভূতিশীল, বিপরীতে Jean-Paul Marat এবং Robespierre এর মত বিপ্লবী একনায়কতন্ত্রী নেতার চরিত্র উগ্র প্রকৃতির উক্ত গ্রন্থে গভীরতার সঙ্গে [illegible] ই প্রাধান্য পেয়েছে। এর পাশাপাশি বিপ্লবের আক্রমণমূলক বর্ণনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক Christopher Hibbert এবং Sylvia Neely এর বর্ণনা ও ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসচর্চাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে

~~Feminist Historiography~~ :-

নারীবাদী ইতিহাসচর্চা :- Joan B. Landes :-

বিগত শেষ চল্লিশ বছর ধরে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসচর্চায় নারীবাদী ঐতিহাসিকগন উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। বেশ কিছু নারী ঐতিহাসিক ফরাসী বিপ্লবে নারীদের অংশগ্রহণ এর প্রকৃতি এবং বিশেষকরে প্রান্তিক নারীদের প্রতি বিপ্লবের কিরকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে ভাবাবার কারণ হল বিপ্লব নারীদের অবস্থার সামান্যই পরিবর্তন ঘটিয়েছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের পিছনে ঠেলে দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ মার্কিন পন্ডিত Joan B. Landes যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে ফরাসী বিপ্লবে শুধুমাত্র অভিজাতশ্রেণীর মহিলারাই কিছুটা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন কিন্তু সরকার ও বিপ্লবী সংগঠনের পুরুষ নিয়ন্ত্রিত কাঠামোগুলি মহিলাদের দমিত করে রেখেছিল।

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Landes এর মতে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শগুলি বর্জোয়াদের এবং রক্ষণশীলদের অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত ঘটিয়েছিল ফরাসী মহিলাদের প্রতিবন্ধকতাগুলি শিথিল করার পরিবর্তে বিপ্লব লিঙ্গ পার্থক্য ও বর্গাগুলিকে সুরক্ষিত এবং জোরদার করেছিল,

Olwen Hufton, Dominique Godineau, Catherine Marand Fouquet Marilyn Yalom, Annette Rosa :— ঐতিহাসিক Olwen Hufton এবং Dominique Godineau প্রমুখরা বিপ্লবে শ্রমজীবি শ্রেণীর মহিলা বিশেষ করে Sanseulotties এবং কৃষক রমনীদের ভূমিকাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই শ্রেণীর মহিলারা 1789 থেকে 1792 খ্রী: সময় পর্বে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিলেন তবে তাঁদের এই সক্রিয়তা 1793 খ্রী: জ্যাকোবিনদের উগ্রবাদ দ্বারা দমিত হয়। ফরাসী গবেষক Catherine Marand- Fouquet এর মতে বিপ্লবী নারীদের দাবী ছিল ত্রিমুখী যথা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি কমানো, দরিদ্র থেকে জনতার জন্য খাদ্যের সংস্থান করা, এবং ক্রমবর্ধমান সংঘাত জনতার অসন্তোষ এর শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করা। Marilyn Yalom এই অভিমত দিয়েছেন যে ফরাসী বিপ্লব শুধুমাত্র মহিলাদেরকে বাতিল এর ঘাতায়ই ফেলেনি বরং এটি নারীদের আরো বেশী পরিমানে পুরুষদের উপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। যা নারীদের অর্থনৈতিকভাবে ভঙ্গুর করেছিল। Annette Rosa এর মতে ফরাসী বিপ্লবের সময় ফরাসী মহিলারা De facto নাগরিক হিসাবে কাজ করেছিলেন। তাঁর মতে ফরাসী ক্যাথলিক গির্জার ঐতিহ্যের মতো এবং নাগরিক আইনের সংস্কার নারীকে কিছু পরিমানে মুক্তির আস্বাদ দিয়েছিল এবং বিবাহকে আদালের উদ্দেশ্যে কম বাধ্যতামূলক এবং সীমাবদ্ধ করেছিল।

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

STUDIES IN THE WRITINGS OF ALFRED COBBAN, LEFEBVRE, ERIC HOBSBAWM, E.P THOMPSON, DAVID THOMPSON AND A.J.P TAYLOR

ALFRED COBBAN – ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসচর্চা বিষয়ক পূর্ব আলোচিত অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

LEFEBVRE – ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসচর্চা বিষয়ক পূর্ব আলোচিত অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ERIC HOBSBAWM :– বিংশ শতকের অন্যতম খ্যাতনামা মার্কসবাদী পন্ডিত এবং ঐতিহাসিক ছিলেন এরিক হবসবম। তাঁর জন্ম ১৯১৭ সালে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াতে। তাঁর জন্মের দুবছর পর তাঁর পরিবার প্রথমে জার্মানীর ভিয়েনা এবং তারপর বার্লিনে চলে আসে, তবে ১৯৩৩ সালে হিটলার জার্মানীতে ক্ষমতায় আসার পর হবসবম ইংল্যান্ডে চলে আসেন এবং আমৃত্যু সেখানেই ছিলেন। (কেমব্রিজ) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন, গবেষণার বিষয় ছিল ফেবিয়ান সমাজ। ইতিহাসের অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি একজন সক্রিয় কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবি ও ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। তবে ১৯৫৬ খ্রী: হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছিলেন এবং হাঙ্গেরী এবং পোল্যান্ডের আমলাতন্ত্র ও দুষ্ট কমিউনিস্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবি এবং শ্রমজীবিদের বিক্ষোভকে তিনি সমর্থন করেছিলেন।

হবসবমের লেখা বহু সাড়া জাগানো ইউরোপ তথা বিশ্বের ইতিহাসের অন্যতম গ্রন্থগুলি হল- Pre Capitalist Economic Formation, Industry and Empire, Revolutionaries, Nations and Nationalism, On History, A Twentieth Century Life,

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

, Globalization, Democracy and Terrorism, How to change The World ইত্যাদি। তবে হবসবম রচিত গ্রন্থ Age of Revolution (1789-1848), Age of Empire (1875-1914) এবং Age of Extremes (1914-1991) সম্মিলিতভাবে আধুনিক সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ-ভাষ্য হিসাবে পরিগণিত হয়।

Age of Revolution ফরাসী বিপ্লব ও ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের সূত্র ধরে আধুনিক ইউরোপের বস্তুযুক্তিক নির্মাণ পর্বের সূচের দিনগুলির অসামান্য ভাষ্য। Age of Capital গ্রন্থটি ইউরোপীয় পুঁজিবাদের চরম বিকাশ ও বিশ্বজোড়া তার প্রসারের ইতিহাসকে তুলে ধরেছে। প্রাসঙ্গিক ভাবেই এখানে কার্ল মার্কস এবং তাঁর গ্রন্থ Das Capital ও অন্যান্য বইয়ের প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। Age of Empire গ্রন্থটি শুরু হয় ১৮৫৭ খ্রী: অর্থনৈতিক মন্দার পর্বটি দিয়ে। ইউরোপীয় পুঁজিবাদ দ্রুত ইহার মন্দার দশা কাটিয়ে ওঠে কিন্তু এই সময়ের মার্কিন ও জার্মান অর্থনীতি ব্রিটেনের অর্থনীতিকে টেক্কা দিতে থাকে। জীবনযাত্রার মানের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি ইউরোপীয় দেশগুলির উপনিবেশ দখলের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত এক তীব্র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের চেহারায় আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়া হবসবম লিখিত Age of Extremes গ্রন্থটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রুশ বিপ্লবের সময়কাল থেকে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অবসানের পর্যন্ত সময়ের দলিল। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের দ্বন্দ্বের বিশ্বজনীন চেহারা তথা উপনিবেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও স্বাধীনতা অর্জন বিস্তারিতভাবে এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তবে সমাজতন্ত্রের নির্মাণ, বিকাশ, জটিলতা পুঁজিবাদের সাথে তার দ্বন্দ্ব ও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন নির্দিষ্ট ভাবেই এই গ্রন্থের মূল মেরুদণ্ড। তবে এরিক হবসবম এর সব মতামত যে সর্বজন স্বীকৃত তা অবশ্য ঠিক নয়। বস্তুত জ্ঞানচর্চার জগতে বিশেষত সমাজবিজ্ঞানে শেষ কথা বলে কিছু হয় না।

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

E.P THOMPSON :-

ঐতিহাসিক Edward Palmer Thompson যিনি E.P Thompson নামেই সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন (1924-1993) ইনি ছিলেন একাধারে একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ সামাজিক ইতিহাস রচয়িতা এবং রাজনৈতিক কর্মী, 1963 সালে রচিত তাঁর গ্রন্থ 'The Making of the English working class' এবং অন্যান্য লিখিত গ্রন্থগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইতিহাস চর্চাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। 1950 এর দশকে ব্রিটেনে যখন নব্য বামপন্থীদের উত্থানের সাথে Thompson অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন এবং 1980 এর দশকে তিনি ইউরোপের অন্যতম বিখ্যাত এবং বিশিষ্ট পারমাণবিক কার্যক্রম বিরোধী কর্মী হয়ে উঠেছিলেন। E.P Thompson মেথোডিস্ট মিশনারী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি আফ্রিকা এবং ইটালীতে একটি ট্যাঙ্ক বাহিনীর প্রধান নেতা হিসাবে কাজ করেছিলেন যুদ্ধশেষে তিনি Corpus Christi College, Cambridge থেকে 1946 খ্রী: B.A ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। পরবর্তী বছরগুলিতে Thompson নিজেকে একজন উন্মূল মজুরের শান্তিকর্মী হিসাবে গড়ে তোলেন এই সময় হতেই তিনি Leeds University তে সান্ধ্যকালীন ক্লাসগুলিতে পড়াতে শুরু করেন এবং তাঁর প্রথম গবেষণা মূলক গ্রন্থটি ছিল উনিশ শতকের একজন সমাজকর্মী, নেতা ও কলা ও হস্তশিল্প আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত William Morris কে নিয়ে লিখিত জীবনী গ্রন্থ। 1948 সালে Thompson তার সহকর্মী এক মার্কসবাদী ঐতিহাসিক Dorothy sale কে বিবাহ করেন তাদের দুজনের দুর্দান্ত বৌদ্ধিক অংশীদারিত্ব ছিল যুদ্ধপরবর্তী ব্রিটিশ বামপন্থীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

1956 সালে হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক দমিত হলে Thompson [illegible] যুক্ত হন

ব্রিটেন কমিউনিস্ট পার্টি থেকে তিনি তার দলের পৃথক হন যদি পরবর্তীকালে ও তিনি একজন নিবেদিত প্রাণ মার্কসবাদী হয়ে থেকেছিলেন তাঁর হাতে চালু করা নতুন জার্নাল 'The New Left Review'। সম্পাদকের হাজার হাজার অন্যান্য বিশুদ্ধ বামপন্থীদের একটি নিরপেক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ঐক্যবদ্ধ করেছিল একেই New Left আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এই নব্য বাম চিন্তাবিদরা Thompson এর ঐতিহাসিক ভাবনা চিন্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল যার প্রকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Making of the English Working Class' তে।

এই গ্রন্থে Thompson মার্কসবাদের গোড়া অর্থনৈতিক নিমিত্তবাদের ব্যাখ্যাকে চ্যালেঞ্জ করেন তার মূলে ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মার্কসবাদের উনিশশতকীয় ব্যাখ্যা শ্রেণী চেতনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তাঁর মতে নতুন শিল্পায়িত সমাজের যাবতীয় প্রথার উত্তরের ফলশ্রুতি হল শ্রেণীচেতনার উদ্ভব। যা হয়েছিল মূলত সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর উত্থানের সাথে সাথেই। ১৯ শতকের শ্রমিক শ্রেণী সংগ্রাম করে একটি কঠিন এবং অনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজস্ব সাম্মিলিত পরিচয় গড়ে তুলেছিল যাতে উদ্যোগ, নৈতিক বিশ্বাস এবং পৃথক পৃথক কর্মীদের প্রত্যেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তৈরি করেছিল, এই ভাবে The Making of the English Working class গ্রন্থটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যুগের অন্যতম প্রভাবশালী ঐতিহাসিক রচনা হয়ে ওঠে। পাশাপাশি উক্ত গ্রন্থটির হাত থেকে History from Below বা তল থেকে ইতিহাসকে দেখার চেষ্টার সূত্রপাত ঘটে সূত্রপাত ঘটে সামাজিক ইতিহাসচর্চার ধারার।

Thompson কর্তৃক লেখা অপর বিখ্যাত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হল "The Moral Economy of the English Crowd in the (1971) Eighteenth Century", Witness Against the Beast (1993)

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

"Customs in Common", "The Poverty of Theory and Other Essays.", "William Morris: Romantic to Revolutionary", "Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act", "Making History: Writings on History and Culture", "E.P Thompson and the Making of the New Left: Essays and Polemics", "Writing by Candle Light", "The Sykaos papers", "The Romantics: England in a Revolutionary Age" ইত্যাদি।

Devid Thompson :— ডেভিড থমসন ছিলেন একজন ইংরেজ ইতিহাসবিদ যিনি ব্রিটেন এবং ইউরোপীয় ইতিহাস সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন Devid Thompson প্রথমে Walthamstow এর Monoux School থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর কেমব্রিজ এর Sidney Sussex College এর থেকে [illegible] ইতিহাস অনার্সে প্রথমশ্রেণীর ডিগ্রি অর্জন করেন, একজন Research Fellow হিসাবে উক্ত কলেজের সাথে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল, পরবর্তী কালে Devid Thompson একজন ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের লেকচারার হিসাবে এবং New York এর Columbia University এর অতিথি অধ্যাপক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন, তাঁর লেখা বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থগুলি হল 'Europe Since Napolean' (1957), 'World History from 1914 to 1961 (1963)', Democracy in France since 1870 (1964) এবং 'Pelican History of England' (Two vols)

গত দেড়শত বছরের ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসকে তিনি নতুন উপায়ে উপস্থাপন করেন

চেষ্টা করেছিলেন, প্রথাগত ইতিহাসচর্চার বিরুদ্ধে বা প্রসঙ্গে প্রচলিত বিশ্বাস সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন তাঁর মতে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক দেশের ইতিহাসকে পৃথক পৃথক ভাবেই দেখা উচিত এক্ষেত্রে কোন সরলীকরণের প্রচেষ্টাকে Thompson সমর্থন করতেন না কারন প্রত্যেক দেশের সংস্কৃতি রীতি নীতি অভ্যাস আলাদা আলাদা তাই প্রত্যেক দেশেরই পৃথক এবং বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে।

আবার Europe Since Napolean গ্রন্থের আলোচনায় ফরাসী বিপ্লবের শুরু (1789) থেকে [illegible] চারটি পর্যায়ের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছিলেন। পর্যায়গুলি ছিল Revolution বা বিপ্লব, War বা যুদ্ধ, Dictatorship বা স্বৈরতন্ত্র এবং Empire বা সাম্রাজ্য। এই প্রত্যেকটি পর্যায়ে প্রভাব মানুষের উপর কতটা সুদূর বা গভীরভাবে পড়েছিল থমসন তা তাঁর গবেষণায় দেখানোর চেষ্টা করেছেন, থমসন এর মতে 1789 খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের কেউই নাকি বিপ্লব চায়নি যেখানে তাঁর পূর্বে ঐতিহাসিকেরা ফরাসী বিপ্লবে বিপ্লবী আদর্শের বিস্তারে ভলতেয়ার এবং রুশোর মত দার্শনিকরা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন বলে মনে করেছিলেন যার ফলে সমস্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বিপ্লবী মানসিকতার উন্মেষ ঘটেছিল। ডেভিড থমসন অবশ্য মনে করতেন বিপ্লবী আদর্শ বা মানসিকতার প্রসারে ফরাসী দার্শনিকদের ভূমিকা ছিল সুদূর ও পরোক্ষ, দার্শনিকরা বিপ্লবী আদর্শ প্রচার করেনি এবং তাদের মধ্যে অনেকেই রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, পরবর্তী কালে বিপ্লবী ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দার্শনিকদের ধ্যানধারনা ও আদর্শগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছিল থমসন এর বক্তব্য ছিল বৈপ্লবিক পরিস্থিতিই মানুষজনকে বিপ্লবী করে তুলেছিল এক্ষেত্রে দার্শনিকদের কোন ভূমিকা ছিলনা বরং ফরাসী রাজতন্ত্র তথা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সংকটই বিপ্লবকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

এ.জে.পি টেলর :- A.J.P Taylor বা Alan John Percivale Taylor ছিলেন একজন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক যিনি উনিশ ও বিশ শতকের ইউরোপীয় কূটনৈতিক ইতিহাসের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সম্প্রচারক হিসাবে তার বিভিন্ন টেলিভিশন বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকার এর মাধ্যমে তিনি লক্ষাধিক মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তার কঠোর অ্যাকাডেমিক মনোভাব ও জনপ্রিয় আবেদন এর জন্য ইতিহাসবিদ Richard Overy তাঁকে তাদের প্রজন্মের Macauley বলে বর্ণনা করেছিলেন।

টেলর এর জন্ম Lancashire এর Birkdale এর Southport এ 1906 খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর পিতামাতা উভয়েই বামপন্থী মতাদর্শের ছিলেন তাই টেলর ও পিতামাতার থেকে বামপন্থী মতাদর্শ উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করেছিলেন. তার পিতামাতা উভয়েই শান্তিবাদী ছিলেন তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন এবং তাদের পুত্রকে Quaker school এ পাঠিয়েছিলেন যুদ্ধের বিরোধিতা করার জন্য এবং পাশাপাশি A J P Taylor york এর The Downs school, Bootham school এ ও শিক্ষালাভ করেন। জিওফ্রে ব্যারাক্লফ ছিলেন বুথহ্যাম স্কুলের সমসাময়িক বন্ধু যিনি Taylor কে অত্যন্ত উদ্দীপিত, প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব এবং আহি.জী.ভাবে বুর্জোয়া ও খ্রিষ্টান বিরোধী হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন পরে যিনি 1924 খ্রী: আধুনিক ইতিহাস অধ্যয়ন করতে অক্সফোর্ডের ওরিয়েল কলেজে যান। ওরিয়েলে থাকাকালীন সময়ে টেলর নিজেই এক পারিবারিক বন্ধু ও সামরিক ইতিহাসবিদ টম উইন্টিংহাম এর দ্বারা গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নির্বাচিত হন যদিও পরবর্তীকালে

1926 খ্রী: সাধারণ ধর্মঘট এর সময় পার্টির সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং পরবর্তীকালে বাদবাকি জীবন প্রায় ষাট বছর তিনি লেবার পার্টির একজন সমর্থক ও সদস্য হিসাবেই কাটিয়েছিলেন আবার কমিউনিস্ট পার্টির সাথে বিরোধ সত্ত্বেও ১৯২৫ সালে এবং আবার ১৯৩৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিদর্শন করেছিলেন।

১৯২৭ সালে Taylor Oxford থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন এর পর কিছুদিন আইনজীবি হিসাবে কাজ করার পর তিনি ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে চার্টবাদী আন্দোলনের প্রভাব বিষয়ে অধ্যয়ন করতে ভিয়েনায় যান পরবর্তীকালে এই বিষয়টি বিশেষভাবে মনঃপূত না হওয়ায় তিনি ইতালির ঐক্য আন্দোলনের বিষয়গুলি দুই বছর ধরে অধ্যয়ন করতে শুরু করেন. যার ফলশ্রুতি ছিল তাঁর প্রথম বই 'The Italian Problem in European Diplomacy 1847-49" শীর্ষক গ্রন্থটি।

1930-38 খ্রী: সময়পর্বে তিনি Manchester University এর ইতিহাস এর লেকচারার হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এর পর তিনি Oxford এর Magdalen College এর ফেলো নির্বাচিত হন 1938 খ্রী: এ সময়ে সময় 1938-1963 খ্রী: পর্যন্ত তিনি Oxford এ আধুনিক ইতিহাস এর লেকচারার হিসাবেও কাজ করেন, তিনি এতটাই বিখ্যাত ও বক্তা ছিলেন যে Oxford এ তাঁর বক্তৃতাগুলি সর্বদা 9.30 AM এ শুরু হত কারন এ ছাড়া অন্যথা হলে তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য আগত শ্রোতাদের বসার জন্য কোন আসন পাওয়াও দুষ্কর হয়ে উঠত।

1962 সালে Taylor The Great Hunger: Ireland 1845-1849 শীর্ষক শিরোনামে Cecil Woodham-Smith এর লেখা গ্রন্থের একটি রিভিউ রচনা করেন। এছাড়া 1976 খ্রী: লেখেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Essays in English History' Taylor এর

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

লিখিত অসংখ্য বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হল "The Origins of the Second World War" (196[illegible])

"The struggle for Mastery in Europe 1948-1918," (1954)

"Bismarck: The Man and The Statesman" (1955)

"The Reichstag Fire (introduction)" (1964)

"War by Timetable" (1969)

"Beaverbook: A Biography" (1972) প্রভৃতি।